Aslaf Academy

লেকচার ৪ : দুগ্ধপোষ্য শৈশবে নবীজি।

কোর্সঃ সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ৪ : দুগ্ধপোষ্য শৈশবে নবীজি।

নবীজীর প্রতিপালনে দুধ-মা হালিমার দায়িত্ব-গ্রহণ -

দুগ্ধপোষ্য শিশুদের লালন-পালনের ব্যাপারে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত আরবদের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর তা হলো- শহরের জনাকীর্ণ পরিবেশজনিত আধি-ব্যাধির কুপ্রভাব থেকে দূরে উন্মুক্ত গ্রামীণ পরিবেশে শিশুদের লালন-পালন করানো, যাতে শিশুরা বলিষ্ঠ দেহ এবং মজবুত মাংসপেশির অধিকারী হয় এবং বিশুদ্ধ আরবিভাষা শিখতে সক্ষম হয়; আর এ উদ্দেশ্যে দুগ্ধপান ও সযত্নে প্রতিপালনের জন্য বেদুঈন-পরিবারের নারীদের হাতে আরবরা তাদের শিশুদের ন্যস্ত করতো।

আরবের বংশীয় প্রথানুযায়ী নবীজীর (সঃ) কে দুধ পান করানোর উদ্দেশ্যে ধাত্রী অনুসন্ধান করেন আব্দুল মুত্তালিব এবং শেষ পর্যন্ত হালিমা বিনতে আবু যুয়াইবের নিকট তাঁকে ন্যস্ত করেন। তিনি বনু সাদ গোত্রের একজন নারী ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিলো হারিস।

দুধপানকালে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনা -

হযরত হালিমা সাদিয়ার নিজের বর্ণনা, 'আমি তায়েফ হতে বনু সাদ গোত্রের মহিলাদের সাথে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার অনুসন্ধানে মক্কায় দিকে রওনা হই। সে বছর দুর্ভিক্ষ ছিলো। আমার কোলে একটি সন্তান ছিলো। কিন্তু অভাব-অনটনের কারণে আমি ছিলাম রোগা। আমার স্তনে এতটুকু দুধ ছিলো না, যা কোন বাচ্চার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। রাতভর আমার বাচ্চাটি ছটফট করতো আর আমরা ওর জন্য বসে বসে রাত কাটাতাম। আমাদের কাছে একটি উষ্ট্রীও ছিলো, কিন্তু সেটার স্তনেও দুধ ছিলো না। যে বড়-কানবিশিষ্ট উষ্ট্রীর ওপর চড়ে আমরা মক্কায় রওয়ানা হলাম, সেটিও এত দুর্বল ছিলো যে, অন্যদের সাথে সমান তালে চলতে পারছিলো না। এতে আমার সফরসঙ্গীরাও বিরক্তবোধ করছিলো। অবশেষে বেশ কষ্টে সফর শেষ করে আমরা মক্কায় এসে পৌঁছুলাম।

আমরা লক্ষ্য করলাম, যখন কোনো মহিলা শুনছিলো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এতিম, তখন কেউ তাঁকে গ্রহণ করছিলো না।'

ফলে হালিমা সা'দিয়ার ভাগ্য খুলে গেল। তাঁর দুধের স্বল্পতা তাঁর জন্য রহমতে পরিণত হয়ে গেলো। কারণ, দুধের স্বল্পতা দেখে কেউ তাকে নিজেদের বাচ্চা দিতে সম্মত হলো না। হালিমা বলেন, 'আমি আমার স্বামীকে বললাম, শূন্য হাতে ফেরত যাবো, এটা আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না। তাই শূন্য হাতে যাওয়ার চেয়ে এটাই উত্তম হবে যে, আমরা এই এতিম শিশুটিকেই নিয়ে যাই। স্বামী সম্মত হলেন।'

তাঁরা এতিম রত্নটিকে নিয়ে এলেন, যার দ্বারা কেবল হালিমা ও আমেনার গৃহ নয়, বরং গোটা বিশ্ব আলোকিত হবার অপেক্ষা করছিলো।

শিশু মুহাম্মাদকে তাঁবুতে নিয়ে এসে দুধ পান করাতে বসতেই নানা বরকত প্রকাশ পেতে শুরু করলো। হালিমার স্তনে এত পরিমাণ দুধ নেমে এলো যে, নবীজি নিজে এবং তাঁর দুধভাই উভয়ে মিলে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সাথে দুধ পান করলেন এবং আরামে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে তাঁরা উষ্ট্রীর দিকে তাকিয়ে দেখেলেন, সেটারও স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। হালিমার স্বামী দুধ দোহন করে আনলেন। সে দুধ সবাই তৃপ্তি সহকারে পান করলো। দীর্ঘ দিন পর সেটা ছিল প্রথম রাত, যাতে পুরো রাত তাঁরা আরামে কাটালো।

হালিমার স্বামী বলতে লাগলেন, 'হালিমা, তুমি তো বড়ই বরকতময় শিশু নিয়েছো।' হালিমা বললেন, 'আমারও তা-ই ধারণা, এ অত্যন্ত মোবারক শিশু।'

হালিমা বলেন, 'এরপর আমরা মক্কা হতে রওনা হলাম। আমি মুহাম্মদকে কোলে নিয়ে ওই বড় কানবিশিষ্ট উষ্ট্রীর ওপর আরোহণ করলাম, আর তখনই মহান আল্লাহর কুদরতের এই লীলা দেখতে শুরু করলাম। দেখলাম, আমার দুর্বল উষ্ট্রীটি এতই দ্রুতবেগে চলতে শুরু করলো যে, অন্য কারো সওয়ারি এর কাছে পর্যন্ত পৌঁছুতে পারছিলো না। আমার সহযাত্রী মহিলারা বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলো, 'এটা কি সেই উষ্ট্রী, যেটাতে চড়ে তুমি এসেছিলে!' পথ শেষ হলো। আমরা বাড়ি পৌঁছে গেলাম। সেখানে তখন চরম দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিলো। দুধের সবগুলো পশু ছিলো দুধশূন্য। কিন্তু আমি ঘরে প্রবেশ করতেই আমার বকরিগুলোর স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো।

এরপর থেকে প্রতিদিন আমার বকরিগুলোর স্তন দুধে টইটম্বুর হয়ে থাকতো, আর অন্যরা তাদের পশুগুলো হতে এক ফোঁটা দুধও সংগ্রহ করতে পারছিলো না। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের রাখালদের বলে দিলো, 'তোমরাও নিজেদের পশুগুলোকে ওই চারণভূমিতে নিয়ে যাবে, হালিমার বকরিগুলো যেখানে ঘাস খায়।'

কিন্তু বাস্তবে তো সেখানে চারণভূমি ও ঘাস-পাতার কোন বিশেষত্ব ছিলো না, বরং নবীজীর মতো অমূল্য রত্নের খাতিরেই এসব হচ্ছিল। তাই একই স্থানে চরানোর পরেও তাদের পশুগুলো দুধশূন্যই থাকতো। আর আমার বকরিগুলো দুধে টইটম্বুর হয়ে ফিরতো। এভাবে আমরা অনবরত মুহাম্মদের বরকতসমূহ প্রতক্ষ্য করতে থাকলাম। এমন করে দুই বছর কেটে গেলো আর আমি মুহাম্মদের দুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলাম।'

নবীজীর বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা ও হালিমা (রাঃ) রসূলকে তাঁর মায়ের কাছে ফেরত প্রদান -

দুধ-মায়ের কাছে থাকাকালে একদিন কিছু ফেরেশতা এসে নবীজীর বুক কেটে ফেলেন। নবীজীর খেলার সাথীদের সামনেই ঘটলো এই ঘটনা। নবীজীর বয়স তখন চার কি পাঁচ। ফেরেশতারা তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিণ্ডটি বের করে আনেন। তারপর তার মধ্য থেকে কিছুটা জমাট রক্ত বের করে নিয়ে বললেন, 'এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ, যা তোমার মধ্যে ছিল।' তারপর হৃৎপিণ্ডটি একটি সোনার পাত্রে রেখে জমজমের পানি দ্বারা ধুয়ে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে কাটা অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এ সময় তাঁর খেলার সঙ্গীরা দৌড়ে গিয়ে দুধ-মা হালিমাকে বললো যে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে! বালক মুহাম্মদের সাথে যা ঘটে গেলো, তা তো ভয়ে-চিন্তায় অভিভূত হয়ে থাকবার মতো ব্যাপার। তা সবাই ভয় পেয়ে গেল।

এই ভয় চিন্তা ও বিহ্বলতায় হালিমা নবীজীকে নিয়ে এক গণকের কাছে গেলেন। গণক নবীজীকে দেখামাত্রই নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং তাঁকে নিজের বুকের উপর উঠিয়ে চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, 'হে আরববাসী, কোথায় তোমরা? দ্রুত এসো। যে বিপদ অচিরেই তোমাদের উপর আসন্ন, তা প্রতিহত করো। তোমরা এই শিশুটিকে হত্যা করো আর এর সাথে আমাকেও হত্যা করো। আর যদি তোমরা একে ছেড়ে দাও, তবে মনে রেখো, সে তোমাদের দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং তোমাদেরকে এমন এক দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেবে, যার কথা তোমরা আজ পর্যন্ত কখনও শোনোনি।'

এসব দেখে হালিমা ভয়ও পেলেন, তাঁর মেজাজও খারাপ হয়ে গেলো; নবীজীকে গণকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, 'তুমি পাগল হয়ে গেছো, আগে তোমার নিজের মস্তিষ্কের চিকিৎসা করানো উচিত।'

নবীজীকে গণকের কাছ থেকে নিয়ে এলেও ঘটনার আকস্মিকতা হালিমার মন থেকে মুছে গেলো না। নবীজীকে কাছের রাখার মায়ার থেকে নবীজীর নিরাপত্তা নিয়ে তিনি ভাবিত হয়ে উঠলেন বেশি। দুটি এমন অযাচিত ঘটনা, যা আপাতত দুর্ঘটনাই, হালিমাকে ভীষণ ভয়গ্রস্ত

করেও রাখল। হালিমা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, এখন এই শিশুকে নিরাপত্তাহীন এই দূর-গ্রামে রাখা কোনোভাবেই ঠিক হবে না, মা আমিনার কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই হালিমার কাছে যথার্থ মনে হলো।

যখন হালিমা নবীজীকে তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতার নিকট সোপর্দ করলেন, তখন তিনি হালিমাকে প্রশ্ন করলেন, 'এত আগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এত শীঘ্র ফিরিয়ে নিয়ে আসার কারণ কী? প্রথমেই হালিমা বলতে চাইলেন না। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়ির পর হালিমা সব ঘটনা খুলে বললেন। শুনে আমিনা বললেন, 'নিশ্চয় আমার ছেলের এক বিশেষ মহিমা রয়েছে।' অতঃপর তিনি গর্ভাবস্থা ও প্রসবকালীন সময়কার বিস্ময়কর ঘটনাবলি শোনালেন। এরপর নবীজীর মায়ের মৃত্যুর পর তাকে কিছুদিন দুধ পান করান আবু লাহাবের দাসী সুআইবা রা:।

দ্বিতীয় বক্ষ বিদারণ -

১০ বছর বয়সে রসূল (সাঃ) কে মাঠে থাকা অবস্থায় দুজন এসে শোয়ান এবং তার বুক চিরে ভেতর থেক হৃৎপিণ্ড বের করে তা থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দয়া-অনুগ্রহ ঢুকিয়ে দেন।[1]

শিক্ষণীয় বিষয় -

ভবিষ্যতে যিনি গোটা আরবের ভাগ্য বদলাবেন, তাঁর শৈশবটা এমন বিচিত্র এবং পূত পবিত্র হওয়াটা দরকার ছিল। ফলে শৈশবেই আল্লাহ তাআলা নবিজির হৃদয়ের খারাপ বিষয়গুলোকে বাহ্যত দূর করেছেন। তিনি সবার অলক্ষ্যেও এটা করতে পারতেন। কিন্তু না, তিনি চেয়েছেন- নবিজির সমকালীন মানুষরা চাক্ষস দেখুক যে, বাস্তবেই নবিজীর ভেতরের সব খারাবিকে বের করে নেয়া হয়েছে।

[1] সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা: ১৪